১৫ই আগষ্টের 'ভূয়া স্বাধীনতা সংখ্যা'

রেজিঃ নং সি, ৩২৫৩

১৫ আগষ্ট জাতীয়চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিপ্লবী ঐক্য গড়

বিশ্বাসঘাতকতার ইতিকথা

গণদাবী

প্রধান সম্পাদক—সুবোধ ব্যানার্জী এম,এল,এ

সোস্যালিষ্ট ইউনিটী সেন্টারের বাংলা মুখপত্র

৫ম বর্ষ, ১৩শ সংখ্যা] শনিবার ১৫ই আগষ্ট, ১৯৫৩, ৩০শে শ্রাবণ, ১৩৬০ [দু'পয়সা

দীর্ঘ জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশ গ্রহনকারী ভারতের জনসাধারণ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের অবসানের সাথে সাথে যে সুদিনের আশায় দিন গুণছিল ; **'৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট জাতীয় কংগ্রেসের দক্ষিণ পন্থী নেতৃত্ব বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার মধ্যেই তার সমাধি হ'ল।** ভারতবর্ষের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জনসাধারণ উত্তরোত্তর জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আনুগত্য ও আস্থা নিয়ে ব্যপক হ'তে ব্যপকতর সংগ্রামে অংশ গ্রহন করেছে। জনসাধারণের তদানিন্তন সমস্ত দুঃখ দুর্দ্দশার মূলে যে বিদেশী শাসন তার মূল উৎপাটনের জন্য আগ্রহ কেন্দ্রীভূত হয়েছে—এক কথায় জাতীয় কংগ্রেসের পতাকাতলে। অতি সহজেই সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করেছে রাজনৈতিক পরাধীনতার মর্মান্তিক গ্লানী। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে সংগ্রামকালে জনসাধারণের সম্মুখে সংগ্রামের উদ্দেশ্য ও আদর্শ সম্পর্কে পরিষ্কার ভাবে সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্ত্তে কোন ধরণের রাষ্ট্রীয় কাঠামো জনগণের আশা-আকাঙ্খার পরিচায়ক তা তুলে ধরা হয় নি, এমন কি বামপন্থীশক্তি সমূহের তরফ থেকেও। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জনসাধারণ যেমন আত্মত্যাগ করেছে প্রতি নিয়ত কিন্তু নিজেদের দেশেও যে বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধাচারী শক্তির মধ্যে শত্রু শ্রেণী লুক্কায়িত আছে তা বুঝে নিতে পারেনি সেদিন। তাই **সংগ্রামে সমস্ত নির্য্যাতন ভোগ করে, আত্মত্যাগের সুমহান ঐতিহ্য গড়ে তুলেও সংগ্রামের কৌশল বাঁধা পড়ে গেছে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর সংস্কারবাদী আপোষ পন্থার পায়ে !**

জাতীয় কংগ্রেস সেদিন বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের সর্ব-শ্রেণীর এক মহান কেন্দ্রীয় ঐক্যস্থল হয়েই দাঁড়িয়েছিল—ধনী নির্ধন, শ্রমিক-কৃষক, ছাত্র ও জনসাধারণের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি সংগ্রামে। ধনিক শ্রেণী যেমন নিজস্ব শ্রেণী স্বার্থ তথা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ সৃষ্ট ধণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেশীয় ধনিক শ্রেণীর শাসন শোষণ প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধ সংস্কারবাদী আপোষপন্থায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি শ্রমিক-কৃষক দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মারফৎ বিদেশী শাসন শোষণের মূল উৎপাটন করে এক শোষনহীন শ্রমিক-কৃষক-জনগণের গণ-তান্ত্রিক সমাজ গড়ার মহান স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়ে কংগ্রেসের পতাকাতলে সামিল হয়েছিল। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের সংস্কারবাদী আপোষ-পন্থার বিরুদ্ধে বারবার বামপন্থীদের তরফ হতে জেহাদ ঘোষণা করা হয়েছে ঠিক, কিন্তু ঐ সংস্কারবাদী আপোষপন্থার বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী নেতৃত্ব গড়ে তোলা এবং শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী আদর্শে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জন-সাধারণকে সংগ্রামে দীক্ষিত করে তোলা এর কোনটাই কার্য্যত করা হয়নি। আর করবেইবা কে ? তখনও ভারতের শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবীদল গড়েই ওঠেনি। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে সেই বিপ্লবী নেতৃত্বের অভাবের সম্পূর্ণ সুযোগ নিয়ে দেশের ধনিক শ্রেণী পুরোভাগে থেকে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের মারফৎ সাম্রাজ্যবাদের সাথে আপোষে ধনিক-মালিক, মহাজন-জমিদারের স্বার্থে '৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করলো।

আপামর জনসাধারণ মেহন্নতী মানুষের আশা আকাঙ্খা পুরণের যে স্বপ্ন জাতীয় স্বাধীনতা লাভের মধ্যে এতদিন যাবৎ দেখবে বলে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল, যবনিকার অন্তরালে দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থী নেতৃবৃন্দ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসকদের সাথে আপোষে দেশকে ভাগ বাটোয়ারা করে—তা প্রথম পাদক্ষেপেই চূর্ণ করে দিল। জন-গনের গভীর বিশ্বাসের মূলে এতবড় আঘাত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের এক কলঙ্কিত ইতিহাস রচনা করেছে—দেশীয় ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই বিশ্বাস-ঘাতকতা—ভারতের জনগণের স্বাধীনতার প্রতি চরম জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার স্থান লাভ করেছে।

রাষ্ট্র ও সরকার

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পদলেহন করে দেশীয় ধনিক শ্রেণী '৪৭-এর ১৫ই আগষ্ট যে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা লাভ করেছে তার চরিত্র, বৈশিষ্ঠ ও শ্রেণীগত স্বার্থ এবং স্বত্বা সম্পর্কে সেদিন জনসাধারণ সজাগ ছিলনা। তাই রাষ্ট্র ক্ষমতা বিদেশীর হাত থেকে দেশীয় লোকের হাতে আশার আনন্দে সর্বপ্রথম যে উল্লাস এমন কি জনগণের মধ্যেও দেখা গিয়েছিল অতিদ্রুত তা বেদনায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ শাসক গোষ্ঠী নিজেদের ধনিক-বনিক স্বার্থের অনুকূলে এদেশের সমাজব্যবস্থা ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় গড়ে তুলে এদেশের জনগণের উপর শাসন ও জাতীয় সম্পদ শোষণ করে ফুলে ফেপে উঠেছিল। সাম্রাজ্য-বাদের সৃষ্ট ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার আওতায় গড়ে ওঠা ভারতের ধনিক শ্রেণী যখন দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দে অবতীর্ণ হ'ল—বিদেশীর সঙ্গে বিবাদ বাধল আধিপত্য নিয়ে, ভারতের ধন-তান্ত্রিক ব্যবস্থায় নিজেদের যথাযথ স্থান করে নেওয়ার জন্য। প্রচলিত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দেশীয় ধনিকদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার পশ্চাতে আপামর জনসাধারণকে টেনে নিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের মহড়া দিয়েই। "স্বাধীন ভারতের" রাষ্ট্র কাঠামোয় বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্ত্তে দেশীয় ধনিক শ্রেণীকে বসিয়ে পটই শুধু পরিবর্ত্তন হ'ল, রূপ নয়।

পরাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় কাঠামো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ যে ধনতান্ত্রিক কায়দায় গড়ে তুলেছিল—বিদেশী ধনিক শ্রেণীর শাসন শোষণের অবাধ সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে,—**স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রিয় কাঠামো ঐ একই ছাঁচে ঢেলে সাজান হ'ল দেশীয় সংস্করণে।** এক **শ্রেণীর শাসন ও শোষণের ব্যবস্থা রক্ষার ভিত্তিতে রাষ্ট্রের কাঠামোকে চিনে নেওয়ার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ভঙ্গির সাহায্যে** দেখলে একথা স্পষ্টই বুঝে নেওয়া যাবে যে, **বিদেশী ধনিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দেশের সামাজিক ব্যবস্থাকে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে চালিত করার উপায় হিসাবে তার অর্থ-নৈতিক জীবন রাজনৈতিক বিধি ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণা** প্রভৃতি সর্বদিকে **বর্ত্তমান কংগ্রেসী জাতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র সেই ধনতান্ত্রিক কাঠামোর সাক্ষ্যই বহন করে। প্রভেদ শুধু বিদেশীর জায়গায় স্বদেশী সংস্করণ আঁটা।** এই তথা-কথিত ভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্রের যে গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়েছে তাও হুবহু মূলত বৃটিশ ধণতান্ত্রিক রাষ্টের অনুকরণে। স্বভাবতই এই ভূয়া স্বাধীনতার ধারক বাহক রূপে দাঁড়িয়েছেন দেশের ধনিক শ্রেণী,—আমলাতান্ত্রিক পদ্ধতির উপর আস্থাশীল হয়ে, তাই আমলাতন্ত্রের দোসর হয়েছে ভাড়াটে পুলিশ মিলিটারী বাহিনী, আর গুপ্তচর বিভাগ ধনিক শ্রেণীর শ্রেণীশাসন ও শোষণকে নিরুপদ্রোপ করার বাহকের ভূমিকায় স্থান লাভ করেছে।

১৫ই আগষ্ট, ময়দানে ৪॥০টায় 'গণসংগ্রাম দিবসে' সম্মিলিত সভা

আমলাতন্ত্র, পুলিশ-মিলিটারী, গুপ্তচর এই তিনটি স্তম্ভই ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে দেয়, ধনিকশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষকে শোষণ নির্য্যাতনের চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ধনিক শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও স্বত্বা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের সমস্ত সন্দেহের অবসান ঘটায়।

ভারতের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তর নির্ণয়

ঔপনিবেশিক ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যতদিন পরিচালিত হয়েছিল—তার উদ্দেশ্য, বৈশিষ্ট ও চরিত্র জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সীমারেখার মধ্যে আবদ্ধ ছিল। অর্থনৈতিক দিক হতে সুরু করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমস্ত দিকেই তার চিহ্ন সুস্পষ্ট ছিল। বিংশ শতাব্দীর অন্যান্য ঔপনিবেশিক দেশের মত ভারতের জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবেও বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান ভূমিকা সমাজ বিজ্ঞান সম্মত রূপেই দেখা দিয়েছিল। দেশীয় ধনিক শ্রেণী বিদেশী প্রভুত্বের দাসত্ব থেকে নিজ শ্রেণী আধিপত্য বিস্তারে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় সংস্কারের যে দেশীয় সংস্করণ আঁটার জন্য আপোষ ও সংগ্রামের চাপা-চাপি রাজনীতির আশ্রয় নিলো তার বৈশিষ্ট এই একই কথা প্রমাণ করে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল ভূমিকায় বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণী অবতীর্ণ হতে না পারায় সমস্ত সম্ভাবনা নিয়েও ভারতের গণতান্ত্রিক বিপ্লব অর্ধপথে পরিসমাপ্তি লাভ করলো, দেশীয় ধনিক শ্রেণী রাজ-নৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার সাথে সাথে **১৫ই আগষ্ট ভারতের** জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সেই অপমৃত্যুর দিন।

ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র সমাজ ব্যবস্থার ধারক ও বাহক ধনিক শ্রেণীর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে শ্রমিক শ্রেণীর আজ এগিয়ে আসার দিন। স্বয়ং সম্পূর্ণ শ্রেণী হিসাবে বর্তমানে ভারতের ধনিক ও শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ প্রকট শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে। জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অপূর্ণতার জন্য যে সমস্ত জাতীয় উন্নয়ন ও সংস্কার মূলক কর্মসূচী আজও অসমাপ্ত রয়ে গেছে তা পূর্ণ ও সফল করার সামর্থ দেশীয় ধনিক শ্রেণী হারিয়ে বসে আছে। বিশ্বধণতন্ত্রের ধ্বংসের যুগে বসে আজ আর দেশীয় অনুন্নত ধনিক শ্রেণীর পক্ষে পূর্ণ গণতন্ত্রের বিকাশে অগ্রণী হওয়া সম্ভব নয়। দেশের শিল্পকরণও ধনিক শ্রেণীর সাধ্যাতীত হয়ে পড়েছে। অন্যদিকে ধনতান্ত্রিক উন্নত দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় দেশীয় ধনিক শ্রেণী নিজ অস্তিত্ব রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত হয়ে প্রতিক্রিয়ার ঘূর্ণাবর্তে হাবুডুবু খাচ্ছে। অপর পক্ষে শ্রমিক শ্রেণী উত্তরোত্তর স্বয়ং সম্পূর্ণ শ্রেণী হিসাবে বেড়ে উঠে সংগ্রামে ব্যাপক হতে ব্যাপকতর অংশ নিয়ে এগিয়ে আসছে। শোষিত মেহনতী কৃষক ও গরীব জনসাধারণ নিজ নিজ দাবী ও অধিকারের সংগ্রাম অধিক হতে অধিকতরভাবে শ্রমিক শ্রেণীর সহযোগী-রূপে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পথে পা বাড়াচ্ছে। **মানবজাতীর ইতিহাসে শ্রেণী সংগ্রামের এই পর্য্যায়কেই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের স্তররূপে পরিগণিত করা হয়েছে।** ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা বিশ্লেষণের বিস্তারিত পরিসর এই পর্য্যালোচনায় না থাকলেও সমাজ-বিপ্লবের শক্তি সমাবেশে ধনিক শ্রেণীর শ্রেণী শাসন ও শোষণ তথা রাষ্ট্র ও সামাজিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনের জন্য বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ ও সংগঠনগত নেতৃত্বে সহযোগী গরীব কৃষক ও দরিদ্র নিম্নমধ্যবিত্ত জনগণের এই বিপ্লবী ঐক্য একমাত্র সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের শক্তি সমাবেশেরই পরিচায়ক।

জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চ্চা ও শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী ঐক্য দীর্ঘ ছয় বৎসর কংগ্রেসী ধনিকরাজের আওতায় শ্রমিক-কৃষক-বাস্তহারা জনগণের খাদ্য, বস্ত্র, চাকুরী, জমি, পুনর্বাসন, বাসস্থান, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক প্রভৃতি সংগ্রামে একদিকে যেমন একক আন্দোলনের বিচ্ছিন্ন ছবি রয়েছে, তেমনি সাধারণভাবে কংগ্রেস বিরোধী শক্তিসমূহের দক্ষিণ ও বামপন্থী নির্ব্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টান্তও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসী কুশাসন, শোষণ-নির্য্যাতনের বিরুদ্ধে সাধারণভাবে এই ব্যাপক ও সমস্ত কংগ্রেসী বিরোধী শক্তির ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মূল্যও যেমন আছে ঠিক তেমনি এই শক্তি সমাবেশে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপোষক শক্তিসমূহকে সংগ্রামের মাধ্যমে জনগণের উপর হতে বিচ্ছিন্ন করতে না পারলে জনগণের রক্তমূল্যে ধনিকশ্রেণীর অপরাংশ আবার ক্ষমতায় বসে শোষণ ও নির্য্যাতনের চাকায় সর্ব্বাত্মক ধ্বংস ডেকে আনবার সম্ভাবনা পুরামাত্রায় রয়ে গেছে। কংগ্রেস বিরোধী শক্তি সমূহের মধ্যে প্রকৃত বামপন্থী বিপ্লবী শক্তিও যেমন আছে তেমনি কংগ্রেসের মতই ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূ শক্তিও ছদ্মবেশে বিচরণ করছে নিজেদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনগণের শিবিরে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন যে জন-গণের উদ্দেশ্য তাদের পথে তথাকথিত কংগ্রেস বিরোধী ধনিক শ্রেণীর অপর অংশের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতি-নিধিত্বকারীদের প্রতি আস্থা ও আনুগত্য থাকতে পারে না। তাই এই সমস্ত মুখোসধারী ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূদের স্বরূপ জনসম্মুখে সংগ্রামের মাধ্যমেই উপড়ে ফেলতে হবে। শ্রমিক কৃষক ও জনগণের বিপ্লবী ঐক্যের মাঝে পরগাছা শ্রেণীর জঞ্জাল পরিষ্কার করে বৈপ্লবিক সংগ্রামকে সুনিশ্চিত জয়ের পথে চালনা করতে হবে।

বিচ্ছিন্ন স্থানীয় সংগ্রাম এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চা

রেলের পুনর্বিন্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামে, দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ সংগ্রামে বামপন্থী ও কংগ্রেস বিরোধী শক্তি সমূহের যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন হয়েছে—গণ-আন্দোলনের এই ব্যাপক ও তীব্র চাপে কংগ্রেসী সরকার জনগণের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। কংগ্রেসী সরকার নতি স্বীকার করেছে কিন্তু এই সংগ্রাম বর্তমান ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজের মূলে আঘাত করতে পারেনি। কিন্তু কেন? জনসাধারণ কি এই সংগ্রামে অকুণ্ঠ সমর্থন করে নি—না জনগণের মধ্যে এই সংগ্রামে সহযোগীতার অভাব ছিল কোন দিকে? জনসাধারণ যে কতখানি অকুণ্ঠ ও ব্যাপকভাবে এই সংগ্রামে সমর্থন ও সহযোগীতা নিয়ে এগিয়ে এসেছে তার প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ মিলবে সর্বশেষ ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধি প্রতিরোধ সংগ্রামে। তবু সংগ্রাম ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় আঘাত হানতে পারে নি কেন?

এর প্রথম কারণ, **জনসাধারণ যত ব্যাপকভাবেই সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করুক না কেন বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজাল তথা ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাথে আপোষ মিমাংশায় এর পরি-সমাপ্তি এক অনিবার্য্য ঘটনা।**

দ্বিতীয়তঃ **সংগ্রামে নিয়মতান্ত্রিক দক্ষিণপন্থী সোস্যালডেমোক্রাট তথা ধনিক শ্রেণীর অন্যতম কৌশলী অংশের আদর্শবাদ ও পুরোভাগে অবস্থান**—যতক্ষণ এই সমস্ত মুখোসধারী ধনিক শ্রেণীর প্রতিভূরা আন্দোলনের পুরোভাগে থাকবে ততক্ষণ সংগ্রাম ব্যাপক আকার ও পরিপূর্ণ বৈপ্লবিক পরিবেশেও আত্ম-বলীই দিয়ে চলবে।

তৃতীয়তঃ **বামপন্থীদের মধ্যেও সংগ্রাম বিমুখতা এবং সংগ্রামের উপযুক্ত মুহূর্তে ঠিক ঠিক দাবীও সংগ্রামধ্বনির পেছনে জণগণকে পরিচালিত করার অক্ষমতা।**

চতুর্থতঃ এ যাবৎ যে সমস্ত সংগ্রাম সংগঠিত হয়েছে—সমস্ত ক্ষেত্রেই একটির সঙ্গে অপরের যোগাযোগহীন অবস্থান এবং স্থানীয় সংগ্রামের উর্দ্ধে উন্নীত করার জন্য **শ্রমিক-কৃষক ও জন-সাধারণের বিপ্লবী ঐক্যের মাধ্যমে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় গণ-তান্ত্রিক মোর্চার অভাব।**

পঞ্চমতঃ **জনগণের বৈপ্লবিক সংগ্রামকে পরিচালনার হাতিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী দলের অভাব।**

ভারতের কোনায় কোনায় জনগণের মধ্যে কংগ্রেসী ধনিক রাজের এই ছয় বৎসরের ইতিহাসে যে বিক্ষোভ জমা হয়ে উঠেছে—তাকে সুসঙ্ঘবদ্ধ করে একটি সর্ব ভারতীয় গণ[illegible] মোর্চায় সামিল করার মধ্যে বিচ্ছিন্ন সংগ্রাম **নিরবচ্ছিন্নভাবে চালনা করতে হবে,** স্থানীয় গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বভারতীয় সংগ্রামে পর্য্যবসিত করতে হবে। আর এই জাতীয় গণতান্ত্রিক মোর্চায় দেশের বিপ্লবী শক্তি সমূহেরই কেবল সমাবেশ ঘটাতে হবে,—কোন ক্রমেই **ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষক অন্যান্য 'সর-কার বিরোধী' শক্তির অনুপ্রবেশ ও প্রাধান্য ঘটতে দিলে চলবে না।** এ ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে মনে রাখতে হবে যে দেশের বৈপ্লবিক সংগ্রামে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার পৃষ্ঠপোষকেরা থাকতে পারে না **এদের ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে জনগনের গণ-আন্দোলনে ব্যবহার করার জন্য বিপ্লবী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় আপোষ-হীন সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে।** বিপ্লবী বামপন্থীরা প্রতিবিপ্লবী শক্তি সমূহের সহযোগিতা বৈপ্লবিক সংগ্রামে আশা করতে পারে না। উপরন্তু ঐ সমস্ত **তথাকথিত 'কংগ্রেস সরকার বিরোধী'** শক্তির সাথে **জাতীয় গণ-তান্ত্রিক মোর্চা গড়ার নামে নিজেদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টায় গোজা-মিল দিয়ে বিপ্লবী শ্রমিক ও জন-সাধারণ আবার বিশ্বাসঘাতকদের বলি হতে চায় না।**

শ্রমিক কৃষক জনগনের বিপ্লবী ঐক্য গড়ে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার জবাব দিন।

বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে ভারতের সমাজ বিপ্লবের সমাজতান্ত্রিক স্তরে বিপ্লবী শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে **মেহন্নতী জন-গণের অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রামকে সুসংহত করে অগ্রসর হওয়ার ডাক এসেছে চতুর্দিক থেকে।** ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষক কংগ্রেসী শাসনশোষনের অবসানের পথে দেশের মধ্যে আজও যে সমস্ত শক্তি বিভিন্ন নামে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায়—কংগ্রেসী কু-শাসকদের পরিবর্ত্তে নিজেদের সাধুতার গৌরচণ্ডিকা করে ধনতন্ত্রের নাগ-পাশে জনগণকে আবদ্ধ করতে প্রয়াসী, নির্ম্মম কংগ্রেসী নিষ্পেষনের ক্ষত বিপ্লবের জোয়ারে নির্দ্দোষ করার পরিবর্ত্তে ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামোর নিয়মতান্ত্রিকতার পুতি গন্ধময় অবর্তে জনগণকে টেনে নিতে চায়, তাদের মুখোস টেনে ছিড়ে দিয়ে সংগ্রাম-বিমুখ ও উগ্রবিপ্লবী-পন্থার বিভ্রান্তির হাত থেকে বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক জনগনের ঐক্যই ভারতের আগামী বিপ্লবের প্রসস্ত রাজপথ বেছে নিয়ে শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবী ঐক্য গড়ার মারফৎ জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত জবাব দিবে। শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক অগ্রগতির অভিযানকে রোধ করার শক্তি দুনিয়ার ইতিহাসে কোন প্রতিক্রীয়াশীল চক্রান্তের পক্ষেই সম্ভব হয়নি—**ভারতের গণ সংগ্রামও অপ্রতিহত গতিতে রক্তরাঙ্গা বিপ্লবের ঐতিহ্য নিয়ে চূড়ান্ত সাফল্যের দিকেই এগিয়ে যাবে।**

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

সম্পাদক - প্রীতিশ চন্দ কর্ত্তৃক ২৩, ডিক্‌সন্ লেন পরিবেষক প্রেসে মুদ্রিত ও ৪৮নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা প্রকাশিত